ইউনিট ৫

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ

ভূমিকা

রাষ্ট্র একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন। রাষ্ট্রের উৎপত্তির ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক আছে। মূলত মানুষের বিবর্তনের এক পর্যায়ে প্রথমে গঠিত হয় পরিবার, তারপর সমাজ। সমাজ জীবনের এক পর্যায়ে মানুষ শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্র গঠন করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রের গঠন, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য এর উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ জানা জরুরি। একই সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা এবং যে বিবর্তনের পথ ধরে রাষ্ট্র বর্তমান স্তরে এসে পৌঁছেছে সেটা বিশ্লেষণের জন্যও এর উৎপত্তি জানা দরকার। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ চালু আছে, তার মধ্যে– ঐশ্বরিক মতবাদ, বল প্রয়োগ মতবাদ, পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ, ঐতিহাসিক মতবাদ প্রভৃতি প্রধান। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : ঐশ্বরিক মতবাদ।
পাঠ-২ : বল প্রয়োগ মতবাদ।
পাঠ-৩ : সামাজিক চুক্তি মতবাদ।
পাঠ-৪ : ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ।

পাঠ-১ : ঐশ্বরিক মতবাদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত ঐশ্বরিক বা বিধাতার সৃষ্টি মতবাদ আলোচনা করতে পারবেন।
- ঐশ্বরিক মতবাদের তাৎপর্য ও প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।
- ঐশ্বরিক বা বিধাতার সৃষ্টি মতবাদের সমালোচনা করতে পারবেন।

ঐশ্বরিক মতবাদ

ঐশ্বরিক বা বিধাতার সৃষ্টি মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন। এ মতবাদের মূল কথা হলো, রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে ঈশ্বর বা বিধাতার ইচ্ছানুযায়ী। রাষ্ট্র সৃষ্টিতে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার গুরুত্ব নেই। সমগ্র পৃথিবীর শাসনকর্তা সত্যিকার অর্থে সৃষ্টিকর্তা। তবে সৃষ্টিকর্তা নিজে রাষ্ট্র শাসন করেন না। তিনি প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্র শাসন করেন। শাসক বা রাজা হলো ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সৃষ্টিকর্তাকে যেমন অমান্য করা যায় না, তদ্রূপ তাঁর প্রতিনিধি রাজাকেও অমান্য বা তুচ্ছ করা যায় না। মূলত রাজা বা শাসকের আদেশ–সৃষ্টিকর্তারই নির্দেশ। রাজাকে অবমাননা করা মানেই সৃষ্টিকর্তাকে অবমাননা করা। শাসন করার ক্ষেত্রে রাজা ঈশ্বর ছাড়া আর কারো কাছে দায়বদ্ধ নয়। এ কারণে রাজার স্থায়ীত্ব জনগণের ওপর নির্ভরশীল নয়। শাসকগণ একইসঙ্গে রাষ্ট্রপ্রধান এবং ধর্মীয় প্রধান।

মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তাবিদ সেন্ট অগাস্টিন মূলত এই চিন্তার প্রবক্তা। জন অব সেলিস বেরী, সেন্ট টমাস একুইনাস, সেন্ট গ্রেগরী, ফরাসি সম্রাট চতুর্দশ লুই এই মতবাদ বিশ্বাস করতেন। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও এই মতবাদের স্বীকৃতি মেলে। ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ ওল্ড টেস্টামেন্ট-এ বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র বিধাতারই সৃষ্টি।' খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল এবং হিন্দুদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ মহাভারতে ঐশ্বরিক মতবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীতে পুরোহিত ও যাজকদের ক্ষমতাচর্চার ক্ষেত্রেও এই মতবাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

ঐশ্বরিক মতবাদের সমালোচনা

আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত ঐশ্বরিক বা বিধাতার সৃষ্টি মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ মতবাদ সমালোচিত হয়েছে –

- এ মতবাদে শাসককে স্বেচ্ছাচারী করা হয়। শাসক ক্ষমতা প্রয়োগে সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কারো কাছে দায়বদ্ধ নয় – এ কথার অর্থ শাসক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। শাসকের এ ধরনের ক্ষমতা জনগণের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলতে পারে।
- সৃষ্টিকর্তার নিকট সকল ব্যক্তি সমান। এ কারণে তিনি কেবল একজন স্বৈরাচারী শাসককে সমর্থন করতে পারেন না। সঙ্গত কারণেই এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।
- এ মতবাদের মাধ্যমে ধর্মীয় গোঁড়ামি তথা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিস্তার ঘটতে পারে। এ মতবাদ অনিবার্যভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবন বিপদগ্রস্ত করে তুলতে পারে। ধর্ম আর রাজনীতিকে গুলিয়ে ফেলার অর্থ উভয়ের পবিত্রতা নষ্ট করা।
- ঐশ্বরিক মতবাদ সত্য হলে এখনো যত্রতত্র রাষ্ট্র সৃষ্টি হতো। ঈশ্বর তার প্রতিনিধি হিসেবে রাজাকে প্রেরণ বা নির্বাচিত করতেন। কিন্তু এমনটা আধুনিক কালে দেখা যায় না।

- ধর্মীয় প্রধানগণও এ মতবাদকে সমালোচনা করেছেন। ধর্মযাজকরা স্পষ্টভাবে মন্তব্য করেছেন– 'পার্থিব বা নশ্বর বিষয়ে বিধাতাকে সম্পৃক্ত করা যায় না, এসব ব্যাপারে প্রাধান্য দিতে হয় বিবেক ও যুক্তিকে।' ইসলাম ধর্মে এ মতবাদের কোন স্বীকৃতি নেই। এমনকি খ্রিস্ট ধর্মেও বলা হয়েছে – 'বিধাতার প্রাপ্য বিধানকে দাও, আর সিজারের যা প্রাপ্য তা সিজারকে দাও।' এ কথার অর্থ সিজার (রোমান সম্রাট) বিধাতার প্রতিনিধি নয়। কাজেই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও এ মতবাদ বর্জনীয়।

গুরুত্ব ও প্রভাব

বর্তমান যুগে ঐশ্বরিক মতবাদ অচল মনে হলেও প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করতে এ মতবাদের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কেননা রাজা বা শাসনকর্তাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব মজবুত হয়। রাজাকে কেন্দ্র করে সমস্ত জনগণ সংঘবদ্ধ হতে পারে। যা একদিকে অন্য রাষ্ট্রের আক্রমণকে প্রতিহত করে, অন্যদিকে নিজ রাষ্ট্রের বিস্তারকে সম্ভব করে তোলে। উপরন্তু এই মতবাদের মাধ্যমে পোপ ও ধর্মীয় গুরুরাও রাজার অধীন চলে আসে। ফলত এ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রে দু'টো ক্ষমতা কেন্দ্র তৈরি হয় না।

এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনায় শাসক জনগণের কাছে দায়বদ্ধ না হলেও পরকালে ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ। পরকালে ঈশ্বরের কাছে রাজার জবাবদিহিতা তার ক্ষমতাকে সংযত ও সীমিত করে। রাজা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে না। কেননা তার মধ্যে এক ধরনের ভয় কাজ করে। আর এ ভয় থেকে রাজা জনগণের কল্যাণে কাজ করেন।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ ব্যাখ্যা করেছেন। এ কারণে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে বেশ কয়েকটি মতবাদের জন্ম হয়েছে। ঐশ্বরিক সৃষ্টি মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। এ মতবাদের মূল কথা হলো– বিধাতাই রাষ্ট্রের সৃষ্টিকর্তা। রাজা বা শাসক, সৃষ্টি কর্তার প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। শাসক রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নয়। শাসকের মনোনয়ন কিংবা বিনাশ জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়। তবে শাসক ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সবচেয়ে পুরনো মতবাদ কোনটি?

(ক) মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (খ) পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ

(গ) ঐশ্বরিক মতবাদ (গ) কোনটি নয়

২। ঐশ্বরিক মতবাদের তাত্ত্বিক কে?

(ক) এরিস্টটল (খ) টমাস হবস

(গ) জ্যাঁ জ্যাক রুশো (ঘ) সেন্ট অগাস্টিন

৩। ঐশ্বরিক মতবাদ অনুযায়ী ঈশ্বরের প্রতিনিধি কে?

(ক) শাসনকর্তা (খ) যাজকগণ

(গ) জনগণ (ঘ) কোনটি নয়

(খ) এক কথায় উত্তর দিন

১। বিধাতার সৃষ্টি মতবাদের মূল কথা কি?

২। রাজা বা শাসক কার প্রতিনিধি?

৩। শাসক রাষ্ট্র পরিচালনায় কার কাছে দায়বদ্ধ?

৪। কোন কোন ধর্মগ্রন্থে ঐশ্বরিক মতবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়?

৫। ঐশ্বরিক মতবাদে রাজাকে স্বৈরাচারী বলা হয় কেন?

(ক) উত্তরমালা

১। (গ), ২। (ঘ), ৩। (ক)

পাঠ-২ : বল প্রয়োগ মতবাদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বল প্রয়োগ সংক্রান্ত মতবাদ আলোচনা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ মতবাদের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- বল প্রয়োগ মতবাদের সমালোচনা করতে পারবেন।

বল প্রয়োগ মতবাদ

বল প্রয়োগ মতবাদের সারকথা হলো– রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। এই মতবাদে বিশ্বাসীদের মতে, আদিম সমাজে যারা দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিল তারা বল প্রয়োগ করে নিজ গোত্র বা গোষ্ঠীর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করত। কালক্রমে খাদ্য ও বাসস্থানের চাহিদার কারণে শক্তিশালী গোত্র আবার অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী গোত্রের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করত। আর এভাবে সবলরা অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করে আইন-কানুন চাপিয়ে দিয়ে রাষ্ট্র গঠন করেছে। অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছে। এই মতবাদ অনুযায়ী শক্তি হলো রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি (Force is the basis of state)। শক্তিশালী গাত্র শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্বল গোত্রকে পরাজিত করে প্রাধান্য বিস্তার করত। এই তত্ত্ব অনুসারে যুদ্ধ-বিগ্রহ, সহিংসতা, রক্তপাত, দ্বন্দ্ব-সংঘাত এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। এই মতবাদে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্বের কিংবা জনগণের সম্মতির কোন স্থান নেই। যুদ্ধের মাধ্যমে এক গোত্র আরেক গোত্রের পদানত হয়। অনেকক্ষেত্রে পরাজিত গোষ্ঠী 'দাস সমাজে' রূপান্তরিত হয়েছে। এই মতবাদের সঙ্গে দাসদের উদ্ভবের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

ডেভিড হিউমকে এই মতবাদের প্রবক্তা বলা হলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেংকস, জেলীনক, অধ্যাপক লিকক, বার্নহার্ডী, জেরমী টেলর প্রমুখ এ মতবাদ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেংকস বলেন, ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে সহজেই প্রমাণ করা যায়, রাষ্ট্রসহ আধুনিক সকল সংগঠন সার্থক যুদ্ধের ফলশ্রুতি। তার স্পষ্ট অভিমত 'আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের জন্ম হয়েছে সফল যুদ্ধের মাধ্যমে।'

বল প্রয়োগ মতবাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে 'বল প্রয়োগ' একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মিশরীয়, ব্যাবলনীয়, চৈনিক, রোমান কিংবা মায়া সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই বুঝা যায়, এসব সভ্যতার সৃষ্টিতে কাজ করছে 'শক্তি প্রয়োগ' নীতি। শুধু রাষ্ট্রের উদ্ভব নয়; রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব রক্ষার ক্ষেত্রেও বল প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে।

যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বে অনেক রাষ্ট্রেরই জন্ম হয়েছে। বাংলাদেশসহ আফ্রিকা-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার অসংখ্য উন্নয়নশীল রাষ্ট্র যুদ্ধ-বিগ্রহ তথা স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমান কালে দেশে দেশে যুদ্ধ ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এ মতবাদকে অনিবার্যতা দান করছে। তাই বল প্রয়োগ নৈতিক বিচারে সমর্থন-যোগ্য না হলেও, রাষ্ট্র সৃষ্টির ব্যাপারে এ মতবাদের অবদানের কথা স্বীকার করতে হবে।

বল প্রয়োগ মতবাদের সমালোচনা

১. এ মতবাদ নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা 'জোর যার মুল্লুক তার' এ মতবাদ সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে।

২. রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেকগুলো উপাদান কাজ করে। বল প্রয়োগ তার মধ্যে একটি। কিন্তু এ মতবাদে বল প্রয়োগকেই একমাত্র উপাদান হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যা বাস্তবে গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. শক্তির সঙ্গে পাশবিকতার সম্পর্ক রয়েছে। রাষ্ট্র একটি সামাজিক সংগঠন তাই পাশবিক শক্তি প্রয়োগের নীতি রাষ্ট্রে গ্রহণযোগ্য নয়।

৪. শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের সম্মতি আদায় করা যায় না। এ কারণে জনগণকে সংঘবদ্ধ বা একত্রিত করা সম্ভব নয়। কিছু সময়ের জন্য বল প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণকে অবদমিত করা গেলেও একটি সময় জনগণ আক্রোশে ফুঁসে ওঠে। ফলত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে।

৫. বল প্রয়োগ মতবাদ বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকির স্বরূপ। কেননা বল প্রয়োগকে বৈধতা দেয়া হলে বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র ক্রমাগতভাবে দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে আক্রমণ করবে। যা বিশ্ব শান্তিকে বিপর্যস্ত করে তুলবে।

৬. রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ মতবাদ মানব সমাজে যুদ্ধকে উস্কে দিতে পারে। যুদ্ধ হলো মানব সমাজের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর। যুদ্ধে মানবিকতা নির্বাসিত হয়। ব্যক্তি তার মানবীয় গুণাবলি পরিহার করে সহিংস হয়ে ওঠে। যা ব্যক্তির বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।

৭. আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টির মূল উপাদান হলো– জাতীয়তাবাদ ও জনগণের সম্মতি। রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষা করে মূলত জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদ হলো এক বিশেষ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক চেতনাজ্ঞাত মূল্যবোধ। শক্তি দিয়ে এ মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে গেলে তা বিনষ্ট হতে পারে। ফলত আধুনিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে এ মতবাদ অনুসরণ করলে। টি এইচ গ্রিন সেজন্য বলেছেন, 'শক্তি নয়, ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি।'

সারসংক্ষেপ

বল প্রয়োগ মতবাদের মূল কথা হলো, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। অধিক শক্তিশালী গোত্র যুদ্ধের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত দুর্বল গোত্রকে পরাজিত করে। পরবর্তীতে পরাজিত গোত্রের ওপর আইন কানুন চাপিয়ে আনুগত্য আদায়ের মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন করা হয়। এই মতবাদ অনুযায়ী শক্তিই হলো রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। এ মতবাদ আংশিক সত্য হলেও পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য যত সমালোচনাই থাক, রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষার জন্য এ মতবাদের প্রয়োজন আছে। পুরাকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বহু রাষ্ট্র এ মতবাদের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বল প্রয়োগ মতবাদের রাষ্ট্রের ভিত্তি কি?
(ক) ঈশ্বরের অনুকম্পা (খ) শক্তি প্রয়োগ
(গ) জনগণের সম্মতি (ঘ) বিবর্তন

২। বল প্রয়োগ মতবাদের তাত্ত্বিক কারা?
(ক) হবস, লক, রুশো (খ) প্লেটো, এরিস্টটল
(গ) হিউম, জেংকস, জেলীনক (ঘ) সেন্ট অগাস্টিন, একুইনাস

৩। "শক্তি নয়, ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি" - উক্তিটি কার?
(ক) ফাইনার (খ) ম্যাক্স ওয়েবার
(গ) টি. এইচ. গ্রিন (ঘ) টমাস হবস

(খ) এক কথায় উত্তর দিন-

১। বল প্রয়োগ মতবাদের মূল কথা কি?

২। বল প্রয়োগ মতবাদ কিসের জন্য হুমকিস্বরূপ?

৩। কোন কোন সভ্যতা বল প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিলো?

৪। বল প্রয়োগ মতবাদের তাত্ত্বিক কারা?

(ক) উত্তরমালা

১। (খ), ২। (গ), ৩। (গ)

পাঠ-৩ : সামাজিক চুক্তি মতবাদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- সামাজিক চুক্তি মতবাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা করতে পারবেন।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ

সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে একটি কাল্পনিক মতবাদ। এই মতবাদের মূল কথা হলো - সৃষ্টির শুরুতে বা আদিম সমাজে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ প্রাকৃতিক আইন মেনে চলতো এবং তারা কিছু প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করত। কিন্তু প্রাকৃতিক আইন ও অধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যার ফলে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের বসবাস দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রকৃতির রাজ্যের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে রাষ্ট্র গঠন করে। একই সঙ্গে একজন ব্যক্তি অথবা একটি কর্তৃপক্ষকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পণ করে। যেহেতু রাষ্ট্র চুক্তির মাধ্যমে গড়ে উঠেছে সেহেতু এ মতবাদকে সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social contract theory) বলে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে টমাস হবস তার বিখ্যাত 'লেভিয়াথান' গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে আধুনিক গণতন্ত্রের জনক জন লক 'টু ট্রিটিজেস অন সিভিল গভর্নমেন্ট' গ্রন্থে এবং অস্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাক রুশো 'সোসাল কন্ট্রাক্ট' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মূলত এ তিনজনকেই সামাজিক চুক্তি মতবাদের তাত্ত্বিক বলা হয়। প্রাচীন গ্রিসের সোফিস্টগণ এ মতবাদে বিশ্বাস করতেন। প্লোটো, এরিস্টটলের লেখায়ও এ বিষয়ের ইঙ্গিত আছে।

হবসের সামাজিক চুক্তি মতবাদ

লেভীয়াথান গ্রন্থে ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী টমাস হবস সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যা দেন। হবস তাঁর ব্যাখ্যায় মানব চরিত্রের হতাশাবাদী ও স্বার্থপর চিত্র অঙ্কন করেন। হবসের মতে, মানুষ জড় পদার্থের বেশি কিছু নয়। স্বার্থপরতা দ্বারা সে পরিচালিত হয়। আকাঙ্ক্ষা ও বিতৃষ্ণা মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডের মূল। মানুষ মাত্রই লোভী এবং আত্মকেন্দ্রিক। প্রকৃতির রাজ্য সম্পর্কে তার অভিমত, প্রকৃতির রাজ্যে সর্বক্ষণ যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করত। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের জীবন ছিল– নিঃসঙ্গ, হতভাগ্য, জঘন্য, পাশবিক ও সংক্ষিপ্ত। আদিম নৃশংসতা ছাড়া প্রকৃতির রাজ্যে কোন আইন ও ন্যায়বিচার ছিল না। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য প্রকৃতি রাজ্যের মানুষেরা নিজেদের অধিকার পরিত্যাগ করে শাসক কর্তৃপক্ষের কাছে (রাজার কাছে) তা হস্তান্তর করে। চুক্তি হয় জনগণের মধ্যে। রাজা বা শাসক চুক্তির অংশ নয়। যে কারণে চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ রাজার বিরুদ্ধে করা যাবে না। এভাবে হবসের সামাজিক চুক্তি মতবাদ সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। যেখানে রাজা বা শাসকের একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা চুক্তির ফলে জনগণের কোন অধিকার থাকে না রাজাকে নিয়ন্ত্রণ বা জবাবদিহি করার। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, হবসের সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনৈতিহাসিক, অযৌক্তিক এবং সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রের নীল নকশা।

লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদ

ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আধুনিক গণতন্ত্রের জনক জন লক 'টু ট্রিটিজেস অন সিভিল গভর্নমেন্ট' গ্রন্থে সামাজিক চুক্তি মতবাদ বিশ্লেষণ করেছেন। হবসের মতো লকও প্রকৃতির রাজ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। তবে লকের মতে, প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক আইন ছিল। মানুষ প্রাকৃতিক আইন মেনে চলত, তার মতে প্রকৃতির রাজ্য ছিল শান্তিময় ও সম্পদে পরিপূর্ণ। কিন্তু কালক্রমে প্রকৃতির রাজ্যে কিছুটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। মানুষেরা নিজের ইচ্ছামত প্রকৃতির

আইন ব্যাখ্যা করতে থাকে। কেননা আইনের ব্যাখ্যা কিংবা প্রয়োগের জন্য কোন সাধারণ কর্তৃপক্ষ ছিল না। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রকৃতির রাজ্যের অধিবাসীরা দুটি চুক্তি করে। প্রথম চুক্তি সম্পাদিত হয় আদিবাসীদের মধ্যে। তারা একটি সাধারণ কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমতা ও অধিকার পরিত্যাগে সম্মত হয়। দ্বিতীয় চুক্তি করা হয় সমাজ পরিচালনার নিমিত্তে। সমাজ বা সম্প্রদায় শর্তসাপেক্ষে সরকারকে কিছু ক্ষমতা দান করে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সরকার জনগণের জীবন, সম্পদ ও স্বাধীনতা রক্ষা করবে। এসব শর্ত পূরণে সরকার ব্যর্থ হলে জনগণের অধিকার আছে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার। এভাবে লক সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদ

ফরাসী দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাক রুশো তার বিখ্যাত 'সোসাল কনট্রাক্ট' গ্রন্থে সামাজিক চুক্তি মতবাদ বর্ণনা করেছেন। রুশো একইসঙ্গে প্রকৃতির রাজ্যে এবং মানব প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে সামাজিক চুক্তি মতবাদ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রপূর্ব অবস্থায় প্রকৃতির রাজ্য ছিল শান্তিময়। মানুষ সেখানে অবাধ সুখ ও শান্তিতে বসবাস করত। কিন্তু কালক্রমে সমাজে সম্পত্তির ধারণা বিস্তার লাভ করায় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিবাদ দেখা দেয়। তার মতে, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ স্বাধীনভাবেই জন্ম নিত, কিন্তু সর্বত্র তাকে শৃঙ্খলিত দেখা যায়। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য মানুষ চুক্তির মাধ্যমে 'সাধারণ ইচ্ছার' কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। রুশোর মতে, সাধারণ ইচ্ছা সকলের ইচ্ছা নয়, তা হলো ন্যায়পূর্ণ ও কল্যাণময়ী ইচ্ছা।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের গুরুত্ব ও প্রভাব

এ মতবাদের গুরুত্ব ও প্রভাব অনস্বীকার্য। প্রথমত, এ মতবাদ দ্বারাই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মধ্যযুগীয় ঐশ্বরিক মতবাদ ও বল প্রয়োগের মতবাদের প্রভাব হতে জনগণ মুক্তি লাভ করে। দ্বিতীয়ত, 'জনগণের চুক্তির ফল রাষ্ট্র'– এ মতবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হবস লক রুশো জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তৃতীয়ত, এ মতবাদ রাজা বা শাসককে স্বৈরাচারী হতে দেয় না। কারণ শাসক জননিরাপত্তা দানে ব্যর্থ হলে, সকলের কল্যাণে আত্মনিয়োগ না করলে জনগণের অধিকার আছে শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করার। চতুর্থত, এ মতবাদ সৃষ্টির শুরুতে আদিম সমাজ তথা প্রকৃতির রাজ্য যেমন ছিল তা বর্ণনা করে, যা মানুষের বিবর্তনকে বুঝতে সহায়তা করে। পঞ্চমত, সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যক্তির সম্মত্তি প্রাপ্তির অধিকার ও স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যা বর্তমান কালেও খুবই প্রাসঙ্গিক। ষষ্ঠত, এ মতবাদ মধ্যযুগে ব্যক্তির চিন্তা-চেতনায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এ কারণে ইংল্যান্ডে একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের বদলে নিয়মতান্ত্রিক বা নামমাত্র রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে প্রতিষ্ঠিত হয় আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন। শুধু অতীতকালে নয়, বর্তমানেও অনেক দেশের নিপীড়িত জনতার মুক্তির সংগ্রাম লক-রুশোর বাণী দ্বারা উজ্জিবিত।

সমালোচনা

সত্যিকার অর্থে, রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে সামাজিক চুক্তি মতবাদ একটি কাল্পনিক ও মনগড়া মতবাদ। এর কোন বাস্তবিক ভিত্তি নেই। হেনরি মেইন এ মতবাদকে অসার, গ্রিন একে উপন্যাস, বেন্থাম প্রমোদধ্বনি, ভলটেয়ার বন্য এবং জুলেসলী মেইট্রি একে ভয়ংকর বলে আখ্যায়িত করেছেন। সঙ্গতকারণেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একে সমালোচনা করা যায়। প্রথমত, এ মতবাদ ইতিহাস সম্পর্কিত নয়। প্রকৃতির রাজ্য ও তা থেকে উত্তরণের কোন সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ চুক্তিবাদী তাত্ত্বিকরা উপস্থাপন করতে পারেননি। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির রাজ্যের প্রতারক, নৃশংস, স্বার্থপর মানুষ চুক্তি বলে রাতারাতি আইন মান্যকারী সুশৃঙ্খল মানুষে পরিণত হবে তা যুক্তিসঙ্গত নয়। তৃতীয়ত, হবস-লক-রুশো বর্ণিত প্রাকৃতিক অধিকার সত্যিকার অর্থে কোন অধিকার নয়, কেননা আইন-কানুন ও কর্তব্য বোধ ছাড়া অধিকার ভোগ করা সম্ভব নয়। চতুর্থত, চুক্তিবাদী দার্শনিকরাই চুক্তি মতবাদ সম্পর্কে পুরোপুরি একমত নয়। তাদের মধ্যে মতবাদ নিয়ে ভিন্নতা রয়েছে। কেননা চুক্তির দ্বারা হবস রাজার কাছে, লক জিম্মাদার এর কাছে আর রুশো সাধারণ ইচ্ছার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। পঞ্চমত, সত্যিকার অর্থে সামাজিক চুক্তি মতবাদ শাসকের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে। হবস সরাসরি তা বর্ণনা করেছেন রুশো 'সাধারণ ইচ্ছার' সার্বভৌত্বের কথা বলে প্রকারান্তে শাসকের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। ষষ্ঠত, এ মতবাদ ভয়ঙ্কর ও রাষ্ট্রের জন্য হুমকি স্বরূপ। কেননা যারা চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্রগঠন করতে পারে, তারা আবার আপন স্বার্থে রাষ্ট্রকে ভেঙ্গেও

দিতে পারেন। সপ্তমত, পরবর্তী প্রজন্ম সম্পর্কে এ মতবাদ স্পষ্ট করে কিছু বলেন। পরবর্তী প্রজন্ম যেহেতু চুক্তির অংশীদার নয়, সেহেতু তারা চুক্তি মানতে বাধ্য কিনা কিংবা তারা চুক্তির সুবিধা ভোগ করবে কিনা তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

সারসংক্ষেপ

সামাজিক চুক্তি মতবাদ একটি কাল্পনিক মতবাদ। এ মতবাদের মূলকথা হলো- প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ পরম শান্তিতে বসবাস করত। তারা প্রাকৃতিক আইন মেনে চলত। কিন্তু কালক্রমে সমাজে সম্মত্তির ধারণা বিস্তার লাভ করায় প্রাকৃতিক আইন নিয়ে মতভেদের কারণে সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধাবস্থা দেখা দেয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য মানুষ সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র ও শাসক কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করে। টমাস হবস, জন লক ও জ্যাঁ জ্যাঁক রুশো সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ মতবাদ বর্ণনা করেন। মূলত, সামাজিক চুক্তি মতবাদের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সামাজিক চুক্তি মতবাদের দার্শনিক কারা?
- (ক) বেন্থাম, লক, রুশো
- (খ) হবস, লক, রুশো
- (গ) গ্রিন, ভলটেয়ার, রুশো
- (ঘ) হবস, লক, ভলটেয়ার

২। 'সোসাল কন্ট্রাক্ট' গ্রন্থের লেখক কে?
- (ক) টমাস হবস
- (খ) জন লক
- (গ) জ্যাঁ জ্যাক রুশো
- (ঘ) হেনরি মেইন

৩। প্রকৃতির রাজ্য ছিল ভয়াবহ – এ কথা কে বলেছেন?
- (ক) টমাস হবস
- (খ) জ্যাঁ জ্যাক রুশো
- (গ) জন লক
- (ঘ) জেরেমী বেন্থাম

৪। জন লক কয়টি চুক্তির কথা বলেছেন?
- (ক) একটি
- (খ) দুটি
- (গ) তিনটি
- (ঘ) কোনটি নয়

৫। টমাস হবসের গ্রন্থের নাম–
- (ক) সোসাল কনট্রাক্ট
- (খ) লেভীয়াথান
- (গ) টু ট্রিটিক অন সিভিল গভর্নমেন্ট
- (ঘ) ডেমোক্রেসী

(খ) এক কথায় উত্তর দিন

১। সামাজিক চুক্তি মতবাদের তাত্ত্বিক কারা?
২। জন লকের গ্রন্থের নাম কি?
৩। রাজার সার্বভৌমত্বের কথা বলেছেন কে?
৪। জনগণের সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব কে দিয়েছেন?
৫। সাধারণ ইচ্ছার ধারণা কার তত্ত্বে পাওয়া যায়?
৬। কেন সামাজিক চুক্তি করতে হলো?
৭। প্রকৃতির রাজ্য কেমন ছিল?

(ক) উত্তরমালা

১। (খ), ২। (গ), ৩। (ক), ৪। (খ), ৫। (গ)

পাঠ-৪ : ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদের মূল কথা আলোচনা করতে পারবেন
- এই মতবাদ যে রাষ্ট্রের উদ্ভবের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ তা আলোচনা করতে পারবেন
- রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশে বিভিন্ন প্রভাবক যেমন- রক্তের সম্পর্ক, ধর্মের বন্ধন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাজনৈতিক চেতনার গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন

ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদগুলোর মধ্যে এ মতবাদ সবচেয়ে আধুনিক, যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য মতবাদ। বিবর্তনমূলক মতবাদের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উৎপত্তির সবচে সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায়। এ মতবাদের মূল কথা হলো, রাষ্ট্র কোন একটি বিশেষ কারণে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। বহু যুগের বিবর্তনের ফল রাষ্ট্র। পরিবার কিংবা সমাজ থেকে রাষ্ট্রের বিবর্তনে কতকগুলো উপাদান কাজ করেছে। অধ্যাপক গার্নার, বার্জেস, গেটেলসহ প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের উদ্ভবের ক্ষেত্রে এ মতবাদকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে রায় দিয়েছেন। রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে যে সকল উপাদান কাজ করেছে নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

(ক) **রক্তের সম্পর্ক :** রাষ্ট্র গঠনে অন্যতম প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো রক্তের সম্পর্ক। কেননা পরিবারের ভিত্তি হলো রক্তের সম্পর্ক। পরিবার হতে গঠিত হয় গোষ্ঠী, অতঃপর গোত্র। আবার বিভিন্ন গোত্র মিলে গঠিত হয় উপজাতি। মানব বিকাশের এক পর্যায়ে উপজাতিই রূপান্তরিত হয় জাতিতে। সবশেষে জাতি থেকে সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রের। রক্তের তথা গোষ্ঠী সম্পর্কই রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য নিশ্চিত করে। রক্তের বন্ধন রাষ্ট্রে ঐক্যের বন্ধনের সূচনা করে।

(খ) **ধর্মের বন্ধন :** রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ধর্মের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। বৃহত্তর সমাজে গোষ্ঠী ও উপজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে রক্তের সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়ে। তখন ধর্ম সমাজে ঐক্য আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আদিম সমাজে ধর্মীয় বিধানকে সবাই আইনের মতো মান্য করত। ধর্ম পালন ও ধর্মীয় প্রধানের শাসন ও আধিপত্য মেনে জনগণ একত্রিত হয়ে গঠন করত ধর্মীয় সমাজ বা সম্প্রদায়। পরবর্তীতে বিবর্তনের পথ ধরে বৃহত্তর ধর্মীয় সম্প্রদায় বা সমাজ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়।

(গ) **যুদ্ধ-বিগ্রহ :** অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতির উপর আক্রমণ করে সবল জাতি প্রাধান্য বিস্তার করত। পরাজিত গোত্র বা উপজাতি বিজয়ীর প্রাধান্য মেনে নিত। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে জোটবদ্ধভাবে বসবাস করত। তাদের জোটবদ্ধতার মূলে কাজ করত বৃহত্তর বা ক্ষমতাশালী গোত্রের আক্রমণের ভীতি। এভাবে যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকা ও উপজাতিদের দখল করে সবল জাতি তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। আবার আক্রমণের ভীতিতে সন্ত্রস্তরা জোটবদ্ধ হলে সমাজ বিবর্তনের এক পর্যায়ে তা রাষ্ট্রে রূপ লাভ করেছে।

(ঘ) **অর্থনৈতিক প্রয়োজন :** আদিম সমাজের প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ যাযাবর জীবন যাপন করত। জঙ্গলের ফল-মূল আর পশু-পাখি ছিল জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপাদান। পরবর্তীতে পরিবার ও কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তনের পর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা বিকাশ লাভ করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজন আইন কানুন তৈরি করা হয়। আপোষ-মীমাংসার জন্য গড়ে ওঠে বিচারালয়। ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের

নিমিত্তে গড়ে ওঠে রাষ্ট্র। মানুষই নিজেদের সুবিধার জন্য অর্থনৈতিক কারণকে সামনে রেখে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এ ব্যাপারে এরিস্টটল মন্তব্য করেছেন–মূলত অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে পরিবারগুলোর বৃদ্ধি ও বিকাশের স্বার্থে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র জন্মলাভ করেছে।

(ঙ) **রাজনৈতিক সচেতনতা :** মৌলিক চাহিদার নিশ্চয়তা আর জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার সন্ধানে ব্যক্তির মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। ব্যক্তি উপলব্ধি করে, বৃহত্তর সমাজে সর্বজন গ্রাহ্য আইন-কানুন ছাড়া সামাজিক শান্তি রক্ষা করা সম্ভব নয়। জনগণের এই চেতনাবোধ তাদেরকে সুশৃঙ্খল ও ঐক্যবদ্ধ করে। যার চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে রাষ্ট্রের উদ্ভব। আবার বিভিন্ন পরাধীন জাতি নিজস্ব জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্মিলিত আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। এক্ষেত্রেও তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও দেশপ্রেম মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রের উৎপত্তি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথে নানা উপাদানের প্রভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিবর্তনবাদ বা ঐতিহাসিক মতবাদের মূল কথা হলো– কোন একটি বিশেষ কারণে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়নি। রক্তের সম্পর্ক, ধর্মের বন্ধন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অর্থনৈতিক প্রয়োজন, রাজনৈতিক সচেতনতার সংমিশ্রণে রাষ্ট্র নামক সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম। বিবর্তনবাদকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, যুক্তিযুক্ত ও সর্বজন গ্রাহ্য বলে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদই বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক মতবাদ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কোনটি?
(ক) সামাজিক চুক্তি মতবাদ (খ) বল প্রয়োগ মতবাদ
(গ) ঐশ্বরিক মতবাদ (ঘ) ঐতিহাসিক মতবাদ

২। ঐতিহাসিক মতবাদকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন কে?
(ক) জ্যাঁ জ্যাক রুশো (খ) অধ্যাপক গার্নার
(গ) অধ্যাপক লাস্কি (ঘ) টমাস হবস

৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্কের কথা কোন মতবাদে বলা হয়েছে?
(ক) সামাজিক চুক্তি মতবাদ (খ) বল প্রয়োগ মতবাদ
(গ) ঐতিহাসিক মতবাদ (ঘ) ঐশ্বরিক মতবাদ

(খ) এক কথায় উত্তর দিন

১। ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদের সার কথা কি?
২। এই মতবাদ কোন ধরনের মতবাদ?
৩। কোন কোন উপাদান বিবর্তনমূলক মতবাদের অন্তর্ভুক্ত?
৪। এই মতবাদকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী?

(ক) উত্তরমালা

১। (ঘ), ২। (খ), ৩। (গ)

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বিধাতার সৃষ্টি মতবাদের মূল কথা কি?
২. সমালোচনাসহ বিধাতার সৃষ্টি মতবাদের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩. বল প্রয়োগ মতবাদের মূল কথা সংক্ষেপে লিখুন।
৪. সামাজিক চুক্তি মতবাদের সার কথা কি?
৫. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সঠিক মতবাদ কোনটি?
৬. ঐতিহাসিক মতবাদ বলতে কি বুঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিধাতার সৃষ্টি মতবাদ আলোচনা করুন।
২. গুরুত্ব, প্রভাব ও সমালোচনাসহ বল প্রয়োগ মতবাদ বর্ণনা করুন।
৩. সামাজিক চুক্তি মতবাদটি সমালোচনাসহ আলোচনা করুন।
৪. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত ঐতিহাসিক মতবাদের গুরুত্ব ও প্রভাব আলোচনা করুন।